এই মিত্রতার মেয়াদ কি খুব বেশী হওয়া সম্ভব? এক মিনিটও পার্লামেণ্টে না বসে চরণ সিং সরকারের পক্ষ থেকে শিল্পমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ও রেলমন্ত্রী টি. এ. পাই 'ভারতীয়' একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উদ্দেশে বলেছেন যে, বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলির উৎপাদনের উপর যে বিধিনিষেধগুলি আছে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে। (*Financial Express*, ৮. ৮. ৭৯)। বলা বাহুল্য যে শিল্প-পতিদের সংগঠন FICCI-এর সভাপতি শ্রীসিংহানিয়াও একই ওষুধ বাতলে-ছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে। যদিও জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ 'সমাজগণতন্ত্রী' ব্যক্তিত্ব হিসাবে 'বুর্জোয়া' পার্লামেণ্টে মন্ত্রী হয়ে থাকবার যে পদ্ধতি দেখিয়েছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য: শুধু মাঝে মাঝে TISCOকে জাতীয়করণের হুমকি দেখালেই প্রগতিশীল থাকা যায়!

অবশেষে আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনে ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলির প্রভাবশালী অংশটি (খুব স্পষ্ট দুটি 'লবি' না থাকলেও) খুব সঙ্গত কারণেই জগজীবন রাম এবং ইন্দিরা গান্ধীর জন্য তাদের সামর্থ ব্যয় করবে। মার্কিন ও বৃটিশ পুঁজির সমর্থনও তাঁরাই এবার পাবেন।

আর সোভিয়েট পুঁজি? তাঁরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে যে মোর্চা সেটা তাঁদেরই সুনজরে তৈরী। যদিও শেষ বিচারে, যারা সরকার গঠন করবে ব্রেঝনেভ তাদের।

—অংশু চৌধুরী
৯.৯.৭৯

রাজহরা সংবাদ

ভিলাই ষ্টিলের ফারনেসে লোহা সরবরাহ করা খনি রাজহরা। রাজহরার সংখ্যাগরিষ্ঠ জংগী সংগঠন CMSS (ছত্তিশগড় শ্রমিক সংঘ) গত ১৩/৭/৭৯ তারিখে বালোদ আদালত ভবন ঘেরাও করেন এবং ফার্ষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে আটক করে রাখেন। এ ঘটনা মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনকে বেশ জোরালো নাড়া দিয়েছে এবং আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে।

হাস্যকর তোড়জোড় দেখা গেছে এর তেরোদিন পরে ২৬/৭/৭৯-এ। CMSS-এর নেতা শংকর গুহনিয়োগী এবং আরো চারজন কমরেড এদিন

আদালতে গেলে দেখতে পান প্রায় এক হাজার মিলিটারী, পুলিশ, রাইফেল, মেশিনগান আর ঢাল নিয়ে আদালতভবন ঘিরে আছে। বিচারকদের নিরাপত্তার খাতিরে, না এই বিচারব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার নিষ্ফল প্রয়াস? কেননা নিয়োগী সহ CMSS-এর বিরুদ্ধে অগুন্তি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং CMSS এই বিচারব্যবস্থা মানতে রাজী নয়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিয়োগী জানিয়েছেন, রাজহরার কয়েকজন ঠিকাদার গত ২৯।৬।৭৯ তারিখে বালোদ আদালতে CMSS-এর বিরুদ্ধে একটি নূতন মামলা তুলেছেন—শ্রমিকরা ঠিকাদারদের ঘেরাও করতে পারবে না, হরতাল করলে অনুমতি চাইতে হবে, জংগী আন্দোলন আদৌ চলবে না।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ. পি. সেনের একটি মামলার রায় উদ্ধৃত করে বালোদের বিচারপতি CMSS-এর বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে হরতাল, ঘেরাও বন্ধ রাখা প্রয়োজন। এবং ঠিকাদারদের পক্ষে রায় দেন। এরপরই লাল সবুজ পতাকা আর ইউনিফর্ম পরা শ্রমিকরা কোর্ট ঘেরাও ক'রে বিচার ব্যবস্থা পণ্ড করে দেন। শ্লোগান ওঠে—"তুম আদালত চলতে হো তোমহারে পথ পর, হম লড়তে হায় হমারে পথ পর।" "হরতাল ঘেরাও হমারে হক হায়।" প্রশাসন বিস্মিত, কেননা এরকম খবর ছিল না যে এত দ্রুত গতিতে CMSS কোর্ট ঘেরাও করবে।

পরবর্তী অধ্যায় হাস্যকর। গত ২৬/৭/৭৯এ CMSS-এর পাঁচজন কমরেডকে নিয়ে আদালতে প্রায় এক হাজার মিলিটারি বন্দুক দিয়ে বিচারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।

স্থানীয় একটি হিন্দি দৈনিক "সবেরা সংকেত" অর্ধসত্য এক টুকরো খবর ছাপিয়ে নীরব। অন্যান্য বুর্জোয়া দুটো স্থানীয় কাগজের বক্তব্য—আদালতের নাকি অবমাননা করা হয়েছে ১৩ তারিখের ঘেরাওতে। অবশ্য ঠিকাদাররা যেসব নিন্দামূলক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে সেগুলোকে এরা ফলাও করে ছাপতে ওস্তাদ।

জি. এম. আনসার
১৩/৮/৭৯

রাজনৈতিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে কি?

১৯৭৯র মাঝামাঝি হঠাৎ যদি কোন প্রতিষ্ঠিত এবং দায়িত্বশীল "গ্রুপ